দৈনিক ইত্তেফাক 32
তারিখ DEC. 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমেই 'আঞ্চলিক' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে

হোসেন আল মামুন ॥ সরকারী সায়ত্ব-শাসনপ্রাপ্ত দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমেই একটি 'আঞ্চলিক' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতেছে। ফলে ইহার যাবতীয় কার্য-ক্রম বিশেষ করিয়া শিক্ষার মান ক্রমেই নিম্নমুখী হইতেছে। মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এখানে ক্রমেই প্রতি[illegible] পরিবেশ ভর করিতেছে। সম্[illegible] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি উচ্চ[illegible] বৈঠকে বিষয়টি পর্যালোচ[illegible] ইহাতে অসন্তোষ এ[illegible] প্রকাশ করা হইয়াছে।

অনুসন্ধানে দেখা গিয়া[illegible] ছাত্রী ভর্তি হইতে শুরু করিয়া চাকুরী প্রদান পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে আঞ্চলিক-তাকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। এমনকি ফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতার অভিযোগ রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন হই-তেই এই অবস্থা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ হইতে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী কুষ্টিয়া এবং

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

ঝিনাইদহ এলাকায়। বিভিন্ন কারণে তাহারা ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে সুবিধা পাইতেছে। প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষার সময় পরিকল্পিত উপায় অস্থিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ঘন ঘন স্বল্প সময়ের নোটিসে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করিয়া এবং আঞ্চলিকভাবে গড়িয়া ওঠা কোচিং সেন্টারের গাইড হইতে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন করিয়া আশে-পাশের এলাকার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। পক্ষান্তরে প্রতিবছরই দূর-দূরান্তের মেধাবী ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নানারূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইতেছে।

প্রতি বছর ফরম বিক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করিলেও প্রশাসন এই দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল যথাযথভাবে প্রচার না করায় দূরের মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য উত্তীর্ণ হইয়াও সংবাদ না পাইয়া ভর্তির সুযোগ হাতছাড়া করিতেছে।

চাকুরী প্রদানের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। আশে-পাশের এলাকার একশ্রেণীর ক্ষমতাধর শিক্ষক, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ছাত্রনেতার যোগসাজশে প্রায় প্রতিটি পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেই পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রার্থী প্রাধান্য পাইতেছে। অবশিষ্ট পদে নিয়োগ হইতেছে আত্মীয়করণের মাধ্যমে। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক নিয়ো-গের ক্ষেত্রে যোগ্যতা উপেক্ষিত হই-তেছে দীর্ঘদিন ধরিয়া।

এযাবৎকালে ভাইস-চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত সকলের বিরুদ্ধেই চাকুরী প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ এলাকার প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিবার অভিযোগ উঠি-য়াছে। বর্তমানে রাজশাহী অঞ্চল তথা চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রাধান্য পাইতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক বৈঠকে এই বিষয়টিতে সংখ্যা উল্লেখপূর্বক অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে।

ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতার সুস্পষ্ট প্রাধান্য রহিয়াছে। বর্তমানে শীর্ষ তিন সংগঠন ছাত্রলীগ, ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবিরের সাধারণ-সম্পাদক পদে আছেন কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের অধিবাসী।

সর্বক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা প্রাধান্য পাওয়ায় মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর অভাবে শিক্ষার মান ক্রমেই নিম্নমুখী। স্থানীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভাব খাটানোর ফলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হই-তেছে। ক্যাম্পাসে ঘন ঘন সহিংসতার নেপথ্যে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য একটি বড় কারণ হিসাবে কাজ করিতেছে।